সংস্কৃতসাহিত্য ও ভারতীয় লোকসংস্কৃতির অঙ্গরূপে

কুমার কার্ত্তিকেয় : একটি সমীক্ষা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যায়ের কলা বিভাগের অধীনে পিএইচ. ডি. উপাধি

প্রাপ্তির নিমিত্ত প্রদেয় গবেষণা-সন্দর্ভ

গবেষক

দেবাশীষ নস্কর

নিবন্ধনক্রম : A00SA1200220

বর্ষ : ২০১৮-২০১৯

তত্ত্বাবধায়িকা

ড. শিউলি বসু

অধ্যাপিকা, সংস্কৃত বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সংস্কৃত বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

২০২৫

Saṃskr̥tasāhitya o Bhāratīya Lokasaṃskr̥tir(a) Aṅgarūpe Kumāra Kārttikeya : Ekaṭi Samīkṣā

A Thesis submitted to the Faculty of Arts Jadavpur University in partial fulfilment for the Award of the Degree of

Ph.D in sanskrit

Submitted by

Debasish Naskar

Registration No : A00SA1200220

Year : 2018-2019

Under the Supervision of

Dr. Shiuli Basu

Professor, Dept. Of Sanskrit

Jadavpur University

Dept. Of Sanskrit

Jadavpur University

2025

সংস্কৃতসাহিত্য ও ভারতীয় লোকসংস্কৃতির অঙ্গরূপে কুমার কার্ত্তিকেয় : একটি সমীক্ষা

❖ ভূমিকা :

সুপ্রাচীন ঋগ্বৈদিকযুগ থেকে মানুষ নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রাকৃতিক শক্তিকে পূজা করে আসছে। জীবকুলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জীব মানুষ কিন্তু তাঁরা যখন প্রাকৃতিক শক্তিকে নিজেদের আয়ত্বে আনতে অক্ষম হলেন, তখন থেকে সেই সকল শক্তিকে সন্তুষ্ট করার জন্য পূজা করতে শুরু করলেন। কুমার কার্ত্তিকেয় একজন পৌরাণিক যুদ্ধদেবতা তথা তারকাসুরের বধকারী দেবসেনাপতি রূপে অধিক পরিচিত হলেও বৈদিকসাহিত্যে, লৌকিক সংস্কৃতসাহিত্যেও তাঁর পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর বৈচিত্র্যপূর্ণ চরিত্রের জন্য তিনি লোকসমাজে আগ্নেয়, স্কন্দ, গাঙ্গেয়, কৃত্তিকাসুত, অম্বিকেয়, শিখিধ্বজ, বাহুলেয়, কৌঞ্চরতি, শরজ, তারকারি, শক্তিপাণি, বিশাখ, ষড়ানন, গুহ, ষান্মাতুর, কুমার, মহাসেন, কুক্কুটধ্বজ, নৈগমেয় প্রভৃতি নামে পরিচিত। বৈদিকসাহিত্যের অন্তর্গত *ঋগ্বেদ*-এর বহু মন্ত্রে 'কুমার' শব্দটি পাওয়া যায়। বাল্মীকীয় *রামায়ণ*-এর অযোধ্যাকাণ্ডে কুমার কার্ত্তিকেয়ের প্রসঙ্গ দর্শিত হয়েছে। বৈয়াসিক *মহাভারতের* বনপর্বে, শল্যপর্বে, অনুশাসনপর্বে কুমার কার্ত্তিকেয়ের প্রসঙ্গ দর্শিত হয়। বহু পুরাণ গ্রন্থে কুমার কার্ত্তিকেয়ের বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। যেমন - *পদ্মপুরাণ, শিবপুরাণ, বায়ুপুরাণ, বরাহপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, কালিকাপুরাণ, গণেশপুরাণ* প্রভৃতি পুরাণসমূহে কুমারের জন্মবৃত্তান্ত ও মহিমা কীর্তন করা হয়েছে। মহাকবি কালিদাসের *কুমারসম্ভব* মহাকাব্য এবং আধুনিক সংস্কৃতসাহিত্যের প্রসিদ্ধ কবি রেবাপ্রসাদ দ্বিবেদীর(১৯৩৫-২০২১) *কুমারবিজয়*-মহাকাব্যে কুমার কার্ত্তিকেয়ের পূর্ণ বৃত্তান্ত দর্শিত হয়েছে। এছাড়াও মহাকবি অশ্বঘোষের *বুদ্ধচরিত* মহাকাব্যে, মহাকবি কালিদাসের *বিক্রমোর্বশীয়* ত্রোটকে, *মেঘদূত* গীতিকাব্যে, শূদ্রকের *মৃচ্ছকটিক* প্রকরণে, ভবভূতির *মহাবীরচরিত* নাটকে, সুবন্ধুর *বাসবদত্তা* গদ্যকাব্যে, মঙ্গলকবির *ষণ্মুখকল্প* নামক পুঁথিকাব্যে, গল্পকার সোমদেবভট্টের *কথাসরিৎসাগর, স্তোত্রার্ণব* নামক স্তোত্রগ্রন্থে, আধুনিককালের সংস্কৃত কবি গোবিন্দ কৃষ্ণ মোদকের *চোরচত্বারিংশীকথা* নামক অনুবাদ গ্রন্থে,

বিলসদ প্রস্তরশিলালেখতে ও হবিষ্ক-যৌধেয়দের কিছু মুদ্রায় কুমার কার্ত্তিকেয়ের প্রসঙ্গ পরিলক্ষিত হয়।

ভারতীয় লোকসংস্কৃতির অঙ্গরূপে ভারতবর্ষের বহু স্থানে বিশেষত বঙ্গপ্রদেশ ও দক্ষিণভারতের তামিল লোকসংস্কৃতিতে কুমার কার্ত্তিকেয়ের উপাসনা করা হয়। বঙ্গপ্রদেশের বহু জেলায় সাড়ম্বরে এই পূজা করা হয়। দক্ষিণভারতে বিশেষত তামিলনাড়ুর প্রধান দেবতা হলেন মুরুগন। এখানে বহু মুরুগন মন্দির বর্তমান রয়েছে। উক্ত বিষয়গুলি সম্যক্ অনুসন্ধানপূর্বক **"সংস্কৃতসাহিত্য ও ভারতীয় লোকসংস্কৃতির অঙ্গরূপে কুমার কার্ত্তিকেয় : একটি সমীক্ষা"** নামক আলোচ্য গবেষণা সন্দর্ভে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

❖ **বিষয় নির্বাচনের নেপথ্যে কারণ :**

স্নাতকস্তরে মহাকবি কালিদাসের *কুমারসম্ভব* মহাকাব্য পঠনকালে কুমার কার্ত্তিকেয় বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ জন্মায়। ছোটবেলায় বাড়িতে বা গ্রামের অন্যস্থানে বলিষ্ঠ পুত্র সন্তান প্রাপ্তির আশায় নবদম্পতীগণ কর্তৃক কার্ত্তিকেয়ের পূজা করতে দেখতাম, এছাড়া দুর্গাপূজার সময় মা দূর্গার সঙ্গে ময়ূরের উপর তীর-ধনুক হস্তে কার্ত্তিকেয়কে দেখতাম। সাহিত্য ও সমাজে উভয় ক্ষেত্রে কুমার কার্ত্তিকেয়ের এই অবাধ বিচরণ তাঁর বিষয়ে আগ্রহী করে তোলে। তাঁকে সাধারণভাবে হর-পার্বতীর পুত্ররূপে জানতাম কিন্তু পরবর্তীকালে বাল্মীকীয় *রামায়ণ* ও বৈয়াসিক *মহাভারত* পঠনকালে লক্ষ্য করি তাঁর জন্ম স্বাভাবিকভাবে পার্বতীর গর্ভ হতে হয়নি। পৌরাণিক সাহিত্যেও তাঁর জন্ম নিয়ে নানা মতের অনুসন্ধান পাই। সাধারণভাবে তিনি আইবুড়ো বা অবিবাহিত বা ব্রহ্মচারী হিসাবে পরিচিত কিন্তু পরে জানা যায়, তাঁর দেবসেনা মতান্তরে ষষ্ঠী নামে পত্নী বর্তমান এবং দক্ষিণভারত তথা তামিলদের নিকট প্রচলিত যে তিনি বল্লী নামক দক্ষিণভারতীয় উপজাতীয় এক কন্যাকে বিবাহ করেন। ফলে তাঁর বিষয়ে ক্রমশ আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাঁর প্রভাব একদিকে যেমন সাহিত্যে রয়েছে, অন্যদিকে সমাজেও রয়েছে, যেটি উক্ত বিষয় চয়নের নেপথ্যে অন্যতম প্রধান কারণ।

❖ **গবেষণার উদ্দেশ্য :**

কুমার কার্ত্তিকেয়ের দৈবিক মাহাত্ম্যের জন্যই সুপ্রাচীন কাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত মনুষ্যজাতি তাঁর উপাসনা করে আসছেন। এমনকি তিনি স্বর্গীয় সেনাপতি হওয়ার কারণে সমস্ত দেবতাগণ, গান্ধর্বগণ, যক্ষগণ তাঁর পূজা করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল কুমার কার্ত্তিকেয় অন্যান্য প্রধান দেবতাদের ন্যায় প্রভাবশালী হলেও তিনি মর্ত্যলোকে বেশ কয়েকটি স্থান ছাড়া সেভাবে পূজিত হননা। বর্তমানে তাঁর মহিমা অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। এই গবেষণা সন্দর্ভে তাঁর মাহাত্ম্য প্রতিপাদন করা হয়েছে এবং ভারতীয় বর্তমান সমাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সংস্কৃতিতে তাঁর প্রভাব তুলে ধরা হয়েছে। স্কন্দ একদিকে যেমন তারকাসুর ও অন্যান্য অসুরদের বধ করে ত্রিভুবনকে রক্ষা করেছিলেন, অন্যদিকে জগতের সার্বিক কল্যাণে তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য। কুমার কার্ত্তিকেয় এমন এক চরিত্র যার প্রভাব ভারতীয় সাহিত্যে, সমাজে, রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে, ধর্মীয়ক্ষেত্রে সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। শুধুমাত্র সংস্কৃত নয়, ইংরাজি, বাংলা, তামিল সাহিত্যে বহু কবি তাঁদের রচনায় ভগবান কার্ত্তিকেয়কে উপজীব্য করে জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রায় তাঁর নানা প্রতিকৃতি পাওয়া যায়, যা ভবিষ্যতে মুদ্রা বিষয়ে আগ্রহী গবেষকদের মার্গদর্শন করতে সাহায্য করবে। নানা গুণের সমাবেশে বৈচিত্র্যময় চরিত্রের জন্য অঙ্কন সাহিত্যে তাঁর নানা প্রকার চিত্রের সমাবেশ দর্শিত হয়। তাঁর চরিত্রের নানা গুণাবলী বর্তমান যুবসমাজের অনুকরণীয় আদর্শ হতে পারে। যেমন - তাঁর পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, বিনয়, প্রভুভক্তি, সর্বোপরি তিনি একজন আদর্শ প্রেমিক ও আদর্শ স্বামী ছিলেন, যা সংস্কৃতসাহিত্যে ও বিশেষভাবে আধুনিকসংস্কৃতসাহত্যের প্রসিদ্ধ কবি শ্রী রেবাপ্রসাদ দ্বিবেদীর *কুমারবিজয়* মহাকাব্যে দৃষ্ট হয়।

❖ **পূর্বকৃত গবেষণার সংক্ষিপ্ত বিবরণ :**

কুমার কার্ত্তিকেয় বিষয়ে পূর্বকৃত গবেষণা কার্য ও প্রকাশিত গ্রন্থগুলি কালক্রমে নিম্নে এগুলি ছকের মাধ্যমে উল্লেখ করা হল -

বিষয়	গবেষক	তত্ত্বাবধায়ক	বিভাগ	বিশ্ববিদ্যালয়	সাল

The Cult of Skanda-Kārttikeya in Ancient India	Asim Kumar Chatterjee	D. Mukherjee	Ancient Indian History and Culture	Calcutta University	1967
The Early Cult of Skanda in North India : From Demon to Divine Son.	Richard. D. Mann	Prof. Phyllis E. Granoff	The School of Graduate Studies	McMaster University	2003
A Study of Skanda Cult	S.S. Rana	Prof. Satya Vrat Sastri	Sanskrit	University of Delhi	1994
कुमारविजयम् महाकाव्य का समीक्षात्मक अध्ययन	नरोत्तम	सविता रास्तोगी	संस्कृत	जीवाजी विश्वविद्यालय	2018

উক্ত গবেষণা সন্দর্ভগুলিতে কুমার কার্ত্তিকেয় বিষয়ে আলোচনা করা হলেও আলোচ্য গবেষণা-সন্দর্ভে প্রাচীন এবং আধুনিক সংস্কৃত কাব্য ও মহাকাব্যে কুমার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া এখানে তামিল ও বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যা উপরি উক্ত প্রবন্ধগুলিতে অনুপস্থিত। সর্বোপরি বাংলা ভাষায় কুমার কার্ত্তিকেয়ের উপর কোন গবেষণা সন্দর্ভ আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি। খুব সম্ভবত এটি কার্ত্তিকেয়ের উপর লিখিত প্রথম গবেষণা-

সন্দর্ভ হতে চলেছে, যেখানে একটি সন্দর্ভের মধ্যে তাঁর বিষয়ে প্রায় সমস্ত তথ্য উপস্থাপন করার প্রয়াস করা হয়েছে। বিদ্বানগণের মনোগ্রাহী হলে এই পরিশ্রম সার্থকতা লাভ করবে।

❖ **অধ্যায় বিভাজন :**

✓ ভূমিকা :

✓ প্রথম অধ্যায় : বৈদিকসাহিত্যে, বাল্মীকীয় *রামায়ণে,* বৈয়াসিক *মহাভারতে* কুমার কার্ত্তিকেয়।

✓ দ্বিতীয় অধ্যায় : নির্বাচিত পুরাণসমূহে কুমার কার্ত্তিকেয়।

✓ তৃতীয় অধ্যায় : *কুমারসম্ভব* ও *কুমারবিজয়* মহাকাব্যে কুমার কার্ত্তিকেয়।

✓ চতুর্থ অধ্যায় : অন্যান্য সংস্কৃত রচনায়, মুদ্রায় ও অভিলেখে প্রাপ্ত কুমার কার্ত্তিকেয়।

✓ পঞ্চম অধ্যায় : ভারতীয় লোকসংস্কৃতির অঙ্গরূপে কুমার কার্ত্তিকেয়।

✓ ষষ্ঠ অধ্যায় : কুমার কার্ত্তিকেয়ের চারিত্রিক বিবর্তন, নেপথ্যে কারণ অনুসন্ধান ও তাঁর মহিমা কীর্তন এ সাক্ষাৎকার।

✓ উপসংহার :

✓ গ্রন্থপঞ্জি :

✓ পরিশিষ্ট :

প্রথম অধ্যায় :

প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত *ঋগ্বেদ*-এর মন্ত্রগুলিতে প্রাপ্ত কুমার শব্দটি একাধিকবার ব্যবহার করা হলেও এর দ্বারা কুমার কার্ত্তিকেয়কে নির্দেশ করা হয়নি, কুমার বলতে এখানে অগ্নিকে নির্দেশ করা হয়েছে। কিন্তু *কৃষ্ণযজুর্বেদ*-এর *মৈত্রায়ণীসংহিতায়, তৈত্তিরীয় আরণ্যক*-এ আবার সরাসরি হর-পার্বতীর সঙ্গে কুমারের স্তুতি করা হয়েছে। এখানে তাঁকে কার্ত্তিকেয়, স্কন্দ, মহাসেন, ষণ্মুখ প্রভৃতি নামে স্তুতি করা হয়েছে। *ছান্দোগ্যোপনিষদ*-এ সনৎকুমারকে ভগবান কার্ত্তিকেয়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সুতরাং বলা যেতে পারে বৈদিকযুগের প্রারম্ভে কুমারের স্তুতি না করা হলেও পরবর্তীকালে *যজুর্বেদ, ছান্দোগ্যোপনিষদ*-এর সময়ে কুমারের উপাসনা

করা হত। তবে *ঋগ্বেদ*-এ অগ্নির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত কুমার শব্দটি পরবর্তীসময়ে *রামায়ণ, মহাভারত* ও পৌরাণিক সাহিত্যে অগ্নিপুত্রের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। বাল্মীকীয় *রামায়ণ*-এ সর্বপ্রথম কার্ত্তিকেয়ের জন্ম বিষয়ে বলা হয়েছে। অগ্নির দ্বারা প্রদত্ত শিবরেত আকাশগঙ্গার গর্ভে নিক্ষিপ্ত হয়ে কুমারের জন্ম হয় এবং তিনি বর্ধিত হয়ে তারকাসুকে বধ করেন। কিন্তু বৈয়াসিক *মহাভরতে* অগ্নি, স্বাহার গর্ভে রেত স্থাপন করলে, তিনি সেই রেত কৈলাসপর্বতে স্থাপন করেন। কৈলাসপর্বত শিবরেত দ্বারা নির্মিত হওয়ার কারণে অগ্নির রেতের সঙ্গে মিলিত হয়ে আকাশগঙ্গার গর্ভে কুমারের জন্ম হয়। ব্রাহ্মণগণ যেহেতু মহাদেবকে অগ্নি বলে থাকেন সেহেতু পরোক্ষভাবে কুমার মহাদেবেরও পুত্র। স্বাহা কুমারের আশীর্বাদে সর্বদা অগ্নির সঙ্গে বসবাসের অবসর লাভ করেন। মহাদেব অগ্নির শরীরে এবং স্বাহাদেবী পার্বতীর শরীরে প্রবেশ করে লোকহিতের জন্য তাঁকে অপরাজিত করে তুলেছিলেন। এখানে কুমার কর্তৃক মহিষাসুরবধ বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। শল্যপর্বে ও অনুশাসনপর্বে আবার বাল্মীকীয় *রামায়ণ*-এর ন্যায় শিবরেত দ্বারা অগ্নি, গঙ্গার ও কৃত্তিকাগণের সাহায্যে কুমারের জন্ম হয়। অন্তিমে পাঠকদের উদ্দেশ্যে স্কন্দের স্তুতি করার কথা বলা হয়েছে।

❖ **দ্বিতীয় অধ্যায় :**

দ্বিতীয় অধ্যায়ে পৌরাণিক সাহিত্যে কুমার কার্ত্তিকেয়ের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। *পদ্মপুরাণে* প্রথম কুমারকে পার্বতীর কুক্ষি হতে জাত হওয়ার বর্ণনা পাওয়া যায়। এই পুরাণে হরের দ্বারা কৃষ্ণা বলায় নিন্দিতা হয়ে পার্বতী গৌরী হওয়ার জন্য কঠোর তপস্যা করতে শুরু করেন। এই পুরাণে প্রথম অগ্নি ও কৃত্তিকাগণের সাহায্যে পার্বতী হতে কুমারের জন্ম বৃত্তান্ত এবং তাঁর দ্বারা তারকাসুরের বধের বৃত্তান্ত দৃষ্ট হয়। *বিষ্ণুপুরাণ*-এ অগ্নির পুত্র কুমার ও তাঁর শাখ, বিশাখ, নৈগমেয় নামে তিনজন অনুজের শরস্তম্বে জন্মগ্রহণ করতে দেখা যায়। তিনি কৃত্তিকাদের অপত্য হওয়ার কারণে কার্ত্তিকেয় নামে পরিচিত। এছাড়া অধিক কোন তথ্য পাওয়া যায়না। *শিবপুরাণ*-এ শিবরেত অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর অগ্নি তা ধারণে অসমর্থ হয়ে গঙ্গায় নিক্ষেপ করলেন, গঙ্গাও অসমর্থ হয়ে শরবণে নিক্ষেপ করলেন। সেখানেই এক সুন্দর বালকের

জন্ম হয়। তখন সেই স্থানে ছয়জন রাজকন্যা স্নান করতে আসেন এবং ওই বালক ছয়টি মুখ ধারণ করে ছয় রাজকন্যার দুগ্ধপান করলেন। সেই কারণে তাঁর নাম ষাণ্মাতুর ও পরে স্কন্দ, শরজন্মা, গঙ্গাপুত্র নামে পরিচিতি লাভ করেন। অবশেষে দৈতাধিপতি তারকাসুরকে বধ করলেন। এই পুরাণের বৃত্তান্তের সঙ্গে *কুমারসম্ভব* মহাকাব্যের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। *বায়ুপুরাণ*-এ শিবরেত থেকে অগ্নি ও গঙ্গাদেবীর সাহায্যে হিমালয়ের শরবণ নামক স্থানে আদিত্য-শতসঙ্কাশ মহাতেজা প্রতাপবান্ রুদ্রাগ্নিগঙ্গাতনয় কুমারের জন্ম হয়। তিনি কৃত্তিকাগণ কর্তৃক বর্দ্ধিত হন, তাই কার্ত্তিকেয় নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। এখানে তারকাসুরবধ বৃত্তান্ত দৃষ্ট হয়নি। *বরাহপুরাণ*-এর পঁচিশতম অধ্যায়ে অহংকাররূপে কার্ত্তিকেয়ের সৃষ্টি দৃষ্ট হয়। মহাদেব নিজ শরীরস্থিত শক্তি উমাকে সংক্ষুব্ধ করতে লাগলেন। অনন্তর সেই সংক্ষোভের দ্বারা সূর্য্য ও অনলের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন প্রতিভাশালী সহজাত-শক্তি-হস্ত এক কুমারের উৎপত্তি হল। প্রয়োজনবশত তিনি দেবসেনাপতি হলেন।*স্কন্দপুরাণ*-এ অন্যান্য পুরাণের ন্যায় অগ্নি, গঙ্গা ও কৃত্তিকাগণের সাহায্যে শরবণে কুমারের জন্ম হয় এবং এমন সময় সেনা নামক কন্যা কুমারকে বরণ করতে এলে পিতামহের নির্দেশে তাঁকে গ্রহণ করেন। তারপর থেকে সেনাপতি নামে কথিত হলেন। অনন্তর কুমার শক্তি নামক অস্ত্র দ্বারা তারকাসুরকে বধ করেন। *মৎস্যপুরাণ*-এ একই বৃত্তান্ত দর্শিত হয়েছে। *কালিকাপুরাণ*-এ পার্বতীর কালিকা রূপের বর্ণনা পাওয়া যায়। এখানে শিবরেত অগ্নি ও গঙ্গার সাহায্যে শরবণে কুমারের জন্ম হওয়ার পর বহুলা তাদের প্রতিপালন করেন এবং শিবের শক্তির প্রভাবে সেই বালক মহাপরাক্রমশালী হয়ে উঠলেন। অনন্তর সেই কুমার দেবসেনাপতিপদে অধিষ্ঠিত হয়ে তারকাসুরকে বধ করলেন। এই পুরাণের কাহিনী *পদ্মপুরাণ* ও *বিষ্ণুপুরাণ*-এর কাহিনীর সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। *গণেশপুরাণ*-এর তিরাশিতম অধ্যায়ে গণেশের মাহাত্ম্য প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে কুমারকার্ত্তিকেয়ের জন্ম তথা কুমার কর্তৃক তারকাসুর বধের বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। *গণেশপুরাণ* অনুসারে 'বরদ চতুর্থী' ব্রতের প্রভাবে স্কন্দ তারকাসুরকে বধ করেন। বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন মুনিগণ নানা প্রসঙ্গে কুমার

কার্ত্তিকেয়ের বৃত্তান্ত বর্ণনা করেছেন, ফলে একই বৃত্তান্ত পুরাণসমূহে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

❖ **তৃতীয় অধ্যায় :**

তৃতীয় অধ্যায়ে শিবপুরাণ অবলম্বনে রচিত মহাকবি কালিদাসের *কুমারসম্ভব* মহাকাব্য ও এই মহাকাব্য অবলম্বনে রচিত আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যের কবি রেবা প্রসাদ দ্বিবেদীর *কুমারবিজয়* মহাকাব্যের তুলনা ও কুমার কার্ত্তিকেয়ের চরিত্রের বিশ্লেষণ করা করা হয়েছে। মহাকবির প্রধান সাতটি রচনার মধ্যে *কুমারসম্ভব* মহাকাব্যে কুমার কার্ত্তিকেয়ের সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। এই মহাকাব্যে মহাদেবের পূর্বপত্নী পার্বতী, মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তারকাসুরের অত্যাচার বৃদ্ধি পেলে দেবরাজ ইন্দ্র ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন, ব্রহ্মার নির্দেশে পার্বতী ও শিবের পুত্র দ্বারা তারকাসুরের নিধন হয়। *কুমারসম্ভব* মহাকাব্যের পর কুমার কার্ত্তিকেয়ের বৃত্তান্ত বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয় আধুনিক সংস্কৃতসাহিত্যের অন্যতম কবি রেবাপ্রসাদ দ্বিবেদীর(১৯৩৫-২০২১) *কুমারবিজয়* মহাকাব্যে। যেহেতু এই মহাকাব্যের অষ্টম সর্গ পর্যন্ত মহাকবি কালিদাসের রচনা বলে মনে করা হয়, সেহেতু শ্রী রেবাপ্রসাদ দ্বিবেদী *কুমারবিজয়* মহাকাব্যে মূলত *কুমারসম্ভব* মহাকাব্যের উত্তরাংশকে তুলে ধরারা চেষ্টা করেছেন। এই মহাকাব্যে তিনি অলৌকিক বিষয়কে পরিত্যাগ করে একদিকে দেবসেনাপতি রূপে তারকাসুরবধকারী এবং অন্যদিকে সাংসারিক কার্ত্তিকেয়কে তুলে ধরার প্রয়াস করেছেন। এই মহাকাব্যে তিনি কার্ত্তিকেয় চরিত্রটিকে প্রাচীন এবং আধুনিক আঙ্গিকে বর্ণনা করার প্রয়াস করেছেন। *কুমারবিজয়* নাম থেকে অবগত হয় যে '*কুমার*' অর্থাৎ কার্ত্তিকেয় এবং '*বিজয়*' অর্থাৎ তারকাসুর বিজয়। *কুমারসম্ভব* ও *কুমারবিজয়* নামকরণ থেকে প্রতীত হয় যে মহাকবি কালিদাস কুমারকার্ত্তিকেয়ের জন্মকে এবং মহাকবি রেবাপ্রসাদ দ্বিবেদী মহাশয় কুমার কার্ত্তিকেয় কর্তৃক তারকাসুরবিজয়কেই নির্দেশ করছেন। উভয় মহাকাব্যের বিষয়বস্তু ও আলংকারিক বিশ্লেষণের তুলনাত্মক অধ্যয়নের উপর ভিত্তি করে বলা যায়, রেবাপ্রসাদ দ্বিবেদী মহাশয়ের প্রয়াস সার্থক এবং বিদ্বৎজনগ্রাহ্য হয়েছে।

❖ **চতুর্থ অধ্যায় :**

চতুর্থ অধ্যায়ে অন্যান্য সংস্কৃতসাহিত্যে কুমার কার্ত্তিকেয়ের প্রসঙ্গ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পূর্ববর্তী অধ্যায় গুলিতে বৈদিকসাহিত্যে, *রামায়ণ*-এ, *মহাভারত*-এ, নির্বাচিত পুরাণসমূহে, মহাকবি কালিদাসের *কুমারসম্ভব* মহাকাব্যে, শ্রীরেবাপ্রসাদ দ্বিবেদীর *কুমারবিজয়* মহাকাব্যে কুমার কার্ত্তিকেয়ের প্রসঙ্গ নিয়ে বিশদে আলোচিত হয়েছে। এগুলি ছাড়াও সংস্কৃতসাহিত্যের বেশকিছু রচনায় তাঁর প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয়। এগুলির মধ্যে অন্যতম হল মহাকবি ভাসের *চারুদত্ত* নাটকে খরপট নামক দেবতার উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যাকে ঘরে সিঁদ কাটার পূর্বে কোন একজন নাটকীয় পাত্র স্মরণ করছেন। পরবর্তীকালে মহাকবি শূদ্রকের *মৃচ্ছকটিক* নাটকে সিঁদ কাটার পূর্বে কার্ত্তিকেয়কে স্মরণ করছেন। এখান থেকে অনুমান করা যেতে পারে তিনি নিম্নশ্রেণীর মানুষের দেবতারূপে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন, যাঁকে নিম্নশ্রেণীর চৌর্যবৃত্তিধারী মানুষেরা পূজা করতেন। অনন্তর অশ্বঘোষের *বুদ্ধচরিত* মহাকাব্যে জন্মের সময় বুদ্ধদেবকে কার্ত্তিকেয়ের সঙ্গে এবং শক্যরাজ শুদ্ধোদনকে কুমারের পিতা শিবের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ভাস এবং অশ্বঘোষের সময়কাল নিয়ে পণ্ডিতমহলে বিবাদ দৃষ্ট হয়। যদি তাঁদেরকে সমসাময়িক বলে ধরে নেওয়া হয়, তাহলে দেখা যায় ভাসের নাটকে একদিকে যেমন কুমার নিম্নশ্রেণীর মানুষের উপাস্যরূপে দৃষ্ট হচ্ছেন, অন্যদিকে উচ্চশ্রেণীর রাজপুত্রের সঙ্গে তাঁর তুলনা ও সম্মান প্রদর্শন করা হচ্ছে। মহাকবি কালিদাসের *বিক্রমোর্বশীয়*-ত্রোটকে অপ্সরা ঊর্বশী পুরুরবাকে কুমারব্রত বিষয়ে বলেছেন। অর্থাৎ এই রূপক থেকে আমরা অবগত হই যে, কুমারের পত্নী থাকলেও তিনি তাঁর কুমারব্রত পালনে কোনরূপ পরিবর্তন হয়নি। *মেঘদূত* গীতিকাব্যে যক্ষ মেঘের যাত্রাপথ বর্ণনাকালে দেবগিরিতে ভগবান কার্ত্তিকেয় সর্বদা অবস্থান করেন। এর সঙ্গে তিনি বলেছেন- দেবতাদের রক্ষার জন্য মহাদেব তাঁর তেজ অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত করেছিলেন, সেই তেজ স্কন্দরূপে আবির্ভূত হয়েছিল। এখানে স্কন্দের বাহন বিষয়েও আমরা সুনিশ্চিত তথ্য পেয়ে থাকি। শূদ্রকের *মৃচ্ছকটিক* প্রকরণে শর্বিলক নামক চরিত্রের মুখে স্কন্দের স্তুতি দৃষ্ট হওয়ার মধ্য দিয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় যে কুমার স্বর্গীয় দেবসেনাপতিরূপে উচ্চশ্রেণীর মানুষের দ্বারা পূজিত

হলেও তিনি নিম্নশ্রেণীর মানুষের উপাস্য দেবতা রূপে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। সুবন্ধুর *বাসবদত্তা* গদ্যকাব্যে কন্দর্পকেতুকে স্কন্দের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এবং তারকসংহারকও বলা হয়েছে। তিনি তারকসংহারকরূপে পুরাণেতিহাস প্রসিদ্ধ হলেও সাহিত্যে তার প্রতিফলন আরও একবার দৃষ্ট হল। কার্ত্তিকেয় যে চৌর্যশাস্ত্রের প্রণেতা ছিলেন তার একমাত্র প্রমাণিক গ্রন্থ হল কবি মঙ্গলাচার্যের *ষণ্মুখকল্প* নামক গ্রন্থ। এই গ্রন্থ থেকে ভগবান স্কন্দের বিষয়ে বহু তথ্য পাওয়া যায় এবং চৌর্যশাস্ত্রের বহু মন্ত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যেমন এই গ্রন্থে চুরি করার বিভিন্ন উপায় সম্পর্কে উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থে কৃত্তিকানক্ষত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয় যে থেকে বোঝা যায় কুমারের সঙ্গে কৃত্তিকাদের সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। তাঁর বিভিন্ন নামের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সোমদেবভট্ট তাঁর *কথাসরিৎসাগর* গ্রন্থে কুমার কার্ত্তিকেয়ের জন্ম থেকে তারকাসুরবধ পর্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্তের সঙ্গে গণেশের মহিমা বর্ণনা করেছেন। এই গ্রন্থে তিনি কার্ত্তিকেয়ের মহিমা বর্ণনে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গণেশের প্রভাব তুলে ধরেছেন। *আলিবাবা ও চল্লিশ চোর* গল্পের সংস্কৃত অনুবাদ *চোরচত্বারিংশী কথা* নামক অনুবাদ গ্রন্থের অন্তর্গত *বনগতা গুহা* নামক গল্পে গোবিন্দকৃষ্ণ মোদক চোরদের উপাস্য দেবতারূপে কুমার কার্ত্তিকেয়ের উল্লেখ করেছেন। চল্লিশ জন চোর গুহার দ্বার খোলা ও বন্ধ করার জন্য স্কন্দকে আহ্বান করতে দেখা যায়। এই প্রমাণ আরো দৃঢ়রূপে প্রতিভাত হয় *ষণ্মুখকল্প* নামক পুঁথিতে। সুতরাং সাহিত্য পরম্পরায় কুমার যে চৌর্যশাস্ত্রের প্রণেতা এবং উপাস্য দেবতা ছিলেন তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। স্তোত্র ও কোষগ্রন্থে বর্ণিত কুমারের বিভিন্ন নাম তাঁর চারিত্রিক বৈচিত্র্য পাঠক সমাজের সম্মুখে উন্মোচিত করেছে। মুদ্রা এবং লিপিতে কুমারের অবস্থান তার প্রাচীনত্বকে নির্দেশ করে। মুদ্রায় প্রাপ্ত মহাসেন, নৈগমেয় নামের মধ্য দিয়ে পৌরাণিক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং বলা যেতে পারে আনুসাঙ্গিক ও পরবর্তীকালীন সংস্কৃতসাহিত্যে তথা সামাজিক দেবতারূপে কুমার কার্ত্তিকেয় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে আছেন।

❖ **পঞ্চম অধ্যায় :**

পঞ্চম অধ্যায়ে ভারতীয় লোকসংস্কৃতির অঙ্গরূপে কুমার কার্ত্তিকেয় বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। লোকসংস্কৃতি শব্দটির 'লোক' বলতে কোন ব্যক্তিকে নির্দেশ করা হয়না, কোন একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের একই প্রকার আচার, প্রথা, উৎসব পালনকারী মনুষ্যগোষ্ঠীকে বোঝায় এবং 'সংস্কৃতি' বলতে ওই নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর নাচ, গান, অভিনয়, আবৃত্তি, সাহিত্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য প্রভৃতিকে বোঝায়। বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতির অঙ্গরূপে কোচবিহারের কাতিপূজা, বর্ধমানের কাটোয়া ও মুর্শিদাবাদের কার্ত্তিক লড়াই বিখ্যাত। স্বর্গীয় দেবসেনাপতি কার্ত্তিক, সুতরাং যুদ্ধ করা বা লড়াই করা তাঁর প্রধান কাজ। কিন্তু এখানে কার্ত্তিক লড়াই করেন না, করেন তাঁর ভক্তরা তথা কার্ত্তিকপূজার উদ্যোক্তাগণ। কলকাতায় সুপ্রাচীন বাবু-কালচারের প্রচলন ছিল গণিকামহলে। বর্তমানে বেশকিছু ঐতিহ্যবাহী দল ও বারোয়ারি সংঘ অনাড়ম্বরভাবে এই পূজা করে থাকেন। কোকাই কার্ত্তিক আসলে খোকা-কার্ত্তিকের বিবর্ত্তিত রূপ। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলায় কার্ত্তিক সংক্রান্তিতে প্রত্যেক গ্রামে বিশেষ সাড়ম্বরে পালিত হয় এই জেলার কার্ত্তিক পূজা। চুঁচুড়ার বাঁশবেড়িয়াতে বহুদিনের প্রাচীন কার্ত্তিক পূজা প্রত্যেক বছর কার্ত্তিক সংক্রান্তির দিন অনুষ্ঠিত হয়। এই অঞ্চলে নানা রূপ ও নামের কার্ত্তিক দেখা যায়। যেমন - বাবু কার্ত্তিক, রাজা কার্ত্তিক, খোকা কার্ত্তিক, বীর কার্ত্তিক, ধুমো কার্ত্তিক, জ্যাংড়া কার্ত্তিক প্রভৃতি। এখানে কার্ত্তিকের সঙ্গে শিব, নটরাজ, গণেশ, যম, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাদেরও পূজা করা হয়। কার্ত্তিকপূজার দিন অপুত্র দম্পতীরা পুত্র লাভের আশায় নির্জলা উপবাস থেকে রাত্রিতে পূজার পর উপবাস ভঙ্গ করেন। কার্ত্তিক মাসের সংক্রান্তিতে এই ব্রত পালন করা হয়।

দক্ষিণ ভারতের মূলত তামিলনাড়ু প্রদেশের তামিল ভাষাভাষী মানুষদের নিকট অত্যন্ত জনপ্রিয় দেবতা হলেন কুমার কার্ত্তিকেয় বা মুরুগন। তাঁদের নিকট তিনি সুব্রহ্মণ্য, কন্দন, স্কন্দ, ষণ্মুখ, কুমার, স্বামীনাথন, গুহ, কার্ত্তিকেয়, ভেলেন, ভেলায়ুধান প্রভৃতি নামে পরিচিত। তামিল প্রদেশে তাঁর বহু মন্দির ও বিগ্রহ পাওয়া যায়। তাঁর বিখ্যাত মন্দিরগুলি হল - তিরুপারাকুন্দ্রাম, তিরুচেন্দুর, তিরুতানি, পালানি, স্বামীমালাই এবং পালামুথিরচোলাই। পালানির মন্দিরে

মুরুগনের হস্তে দণ্ড থাকায় তিনি ‘দণ্ডপাণি’ নামে পরিচিত। কিন্তু বাকি পাঁচটি স্থানে তিনি হস্তে বর্শা নিয়ে আছেন। যিনি পাহাড়ি অঞ্চলের লাল দেবতা নামে পরিচিত। তামিল প্রদেশে মুরুগনকে সেই সমস্ত মহিলারা পূজা করেন যারা নিঃসন্তান। নারী ভক্তদের মধ্যে একটি জনপ্রিয় বিশ্বাস রয়েছে যে ‘ষষ্ঠী-ব্রত’ পালন করলে তাদের গর্ভেরপাত্র নবজাত ভ্রূণ দ্বারা পূর্ণ হয়। তাঁর দুই সহধর্মিনী বল্লী ও দেবসেনা। সহধর্মিণীরা যথাক্রমে ইচ্ছাশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তির রূপ। তাঁর ভেল হল জ্ঞানশক্তি তাই তিরুচেন্দুর দেবতা সুব্রহ্মণ্য হলেন ত্রিশক্তির মূর্ত প্রতীক। সঙ্গম যুগে তার উপাসকরা তাকে চালের মণ্ডের সঙ্গে হত্যা করা ছাগলের রক্ত মিশিয়ে উপহার দিতেন। আজও মানুষ এই দেবতার প্রতি অগাধ বিশ্বাস রাখে কারণ তারা বিশ্বাস করে যে কুমারনকে পূজা করলে অবিবাহিত মেয়েরা তাদের বিবাহের জন্য আশীর্বাদ পাবেন এবং বন্ধ্যা মহিলারা সন্তান লাভ করেন। দীপাবলি উৎসবের ষষ্ঠ দিনে যেটি "কণ্ড ষষ্ঠী' উৎসবটি ভক্তরা খুব আড়ম্বরের সাথে উদযাপন করেন। মুরুগন উপাসনা সম্পর্কে জানা যায় যে মন্দিরের গর্ভগৃহের অভ্যন্তরে এবং মন্দিরের বাইরে মুরুগনের দুটি ভিন্ন ধরণের পূজা করা হত। তামিলনাড়ুতে কুমারী, সধবা, বিধবা সকল নারীই ভাইয়ের মঙ্গল কামনায় এই ব্রত পালন করেন। তাঁরা এই দিন সারাদিন উপবাসী থেকে স্নান করে নানা প্রকার পিঠা, পায়েস, মিষ্ঠান্ন ইত্যাদি খাবার থালায় সাজিয়ে ভাইদের মঙ্গলকামনা করেন। বিহার, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থানে এইদিন ব্রতিনীরা ভোরবেলা স্নান করে সারাদিন উপবাসী থাকেন এবং দেবতাদের উদ্দেশ্যে ফল, ফুল, দুর্বা প্রভৃতি নিবেদন করেন। ব্রত শেষ হলে ব্রতী আহার্য গ্রহণ করেন এবং সকলকে প্রসাদ বিতরণের মধ্য দিয়ে ব্রতভঙ্গ করেন। স্কন্দষষ্ঠী ব্রত, পুত্রপ্রাপ্তি-ব্রত, আরণ্যষষ্ঠী ব্রত, এছাড়াও গুহস্য পবিত্রারোপণম্, কার্ত্তিকেয়-ব্রত, কার্ত্তিকেয়ষষ্ঠী, কামব্রত বা কামষষ্ঠী ব্রত মুরুগনের উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে। দক্ষিণভারতে কুমার কার্ত্তিকেয়ের বিখ্যাত ভক্তগণের নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাঁরা হলেন - রাজা মুচুকুন্দ, শিব কবি, নক্কিবার, পাকাল্লি কুত্তার, মুরুগম্মাইয়ার, আলগুমুত্তু, অরুণগিরিনাথ প্রভৃতি। বলা যায় বঙ্গপ্রদেশ অপেক্ষা তামিলপ্রদেশে মুরুগন বিশেষ সাড়ম্বরে পূজিত হন, এবিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

❖ **ষষ্ঠ অধ্যায় :**

ষষ্ঠ অধ্যায়ে কুমারের বিভিন্ন নামের পরিচয়, তাঁর চারিত্রিক বিবর্তন ও দৈবিক মাহাত্ম্য বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কুমার কার্ত্তিকেয় স্কন্দ, ষড়ানন, ষাণ্মাতুর, শরজন্মা, আরুমুরুগন, গুরুনাথন, কুমারস্বামী, কুমারভেল প্রভৃতি নামকরণের পশ্চাতে কারণ অনুসন্ধান স্বর্গের সেনাপতি থেকে মর্ত্যের দেবতা রূপে তাঁর ক্রমশ চারিত্রিক বিবর্তন এখানে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে কুমারের পরিচয়, মহিমা ও লোকসংস্কৃতিতে তাঁর প্রভাব বিষয়ে বেশ কিছু সাক্ষাৎকার সরাসরি নেওয়া ও সংগ্রহ করা হয়েছে, সেগুলি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

সুপ্রাচীন বৈদিকযুগ থেকে বর্তমান পর্যন্ত 'কুমার' নামটি সাহিত্য ও সমাজে বিশেষভাবে পরিচিত। কুমার কর্ত্তিকেয়ের দেবত্ব আর্য এবং অনার্য সবার নিকটই বিশেষ আদরণীয়। সাধরণভাবে দেবতারা মনুষ্যদের সৃষ্টি-পালন-রক্ষাকর্তা, সেই দেবতাদের সেনাপতি তথা রক্ষাকর্তা রূপে বিশেষ প্রসিদ্ধ কুমার কার্ত্তিকেয়। স্কন্দ একদিকে যেমন তারকাসুর ও অন্যান্য অসুরদের বধ করে ত্রিভুবনকে রক্ষা করেছিলেন, অন্যদিকে জগতের সার্বিক কল্যাণে তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য। কুমার কার্ত্তিকেয় এমন এক চরিত্র যার প্রভাব ভারতীয় সাহিত্যে, সমাজে, রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে, ধর্মীয়ক্ষেত্রে সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। শুধুমাত্র সংস্কৃত নয়, ইংরাজি, বাংলা, তামিলসাহিত্যে বহু কবি তাঁদের রচনার মূল উপজীব্যরূপে ভগবান কার্ত্তিকেয়কে তুলে ধরে জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। যেমন সংস্কৃতসাহিত্য মহাকবি কালিদাস তাঁর *কুমারসম্ভব* মহাকাব্যে, শ্রী রেবাপ্রসাদদ্বিবেদী তাঁর *কুমারবিজয়* মহাকাব্যে, ইংরাজিসাহিত্যে R. viswanathan এর লেখা *LORD MUROGAN karthikeya katha*, তামিলসাহিত্যে *Karthikeya Katharnavam* এটি সংস্কৃতভাষায় রচিত কিন্তু এর তামিলভাষায় রচিত টীকা বিশেষ প্রসিদ্ধ। আধুনিকসংস্কৃতকবি শ্রী রেবাপ্রসাদ দ্বিবেদীর লেখা *কুমারবিজয়* মহাকাব্যে তিনি সাংসারিক কার্ত্তিকেয়কে তুলে ধরেছেন, যেখানে দেখানো হচ্ছে তিনি ব্রহ্মচারীব্রত অবলম্বন করলেও পত্নী দেবসেনা ও মাতা পার্বতীর মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছেন, যেটি বর্তমানসময়ে বেশ প্রাসঙ্গিক। এছাড়াও এখানে দেবসেনা চরিত্র থেকে একজন আদর্শ নারী শারীরিক

সম্পর্কের ঊর্ধে গিয়ে স্বামী ও শ্বশুর-শাশুড়ির প্রাণের থেকে প্রিয় হয়ে উঠেছেন, তা বর্তমান সমাজে নারীদের বিশেষ শিক্ষনীয়। পুরাণগুলির কাহিনীতে দেখা যায় তিনি অসীম ক্ষমতার অধিকারী হলেও অত্যন্ত বিনয়ী এবং নম্র স্বভাবের যা শিক্ষনীয়। কার্ত্তিকেয় চরিত্রটি তথাকথিত কুৎসিত রাজনীতির ঊর্দ্ধে গিয়ে প্রকৃত কল্যাণকারী চরিত্রের পরিচয় প্রদান করেছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায়, পৌরাণিক কাহিনীতে কুমারের জন্মরহস্য পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, হর-পার্বতীর স্বর্গীয় একশতবছর রতিক্রীড়ার পরেও সন্তান উৎপন্ন না হওয়ায় দেবগণ চিন্তিত হলেন যে, তাঁদের সন্তান অত্যন্তবলশালী হবেন এবং স্বয়ং ইন্দ্রও তাঁর কাছে পরাস্ত হবেন। সুতরাং দেবগণ পরিকল্পনা করে পার্বতীর গর্ভে শিবের রেত স্থাপন না করানোর প্রয়াস করেন এবং বর্হিপরিত্যক্ত রেত হতে অত্যন্ত অনাদরে কৃত্তিকাগণের দুগ্ধপান করে প্রকৃতজন্মপরিচয় ছাড়াই কুমার জীবনধারণ করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও কুমার দেবতা তথা জগতের হিতার্থে তারকাসুরকে বধ করেন। দেবরাজকে পরাজিত করার ক্ষমতা তাঁর থাকলেও তিনি তা করেননি। তিনি পিতার কথা তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধ করে সেনাপতি পদে নিযুক্ত হন। এখানেই তাঁর মহিমা প্রতিপাদিত হয়েছে। *মৃচ্ছকটিক*-প্রকরণে শর্বিলক রাত্রে চুরি করার সময় কার্ত্তিকেয়কে আহ্বান করেছেন। এখানে তাঁকে চৌর্যবৃত্তি অবলম্বনকারীদের আরাধ্যরূপে দেখানো হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে চৌর্যবৃত্তি অহিতকর মনে হলেও চৌর্যবৃত্তিকে যদি একপ্রকারবৃত্তিরূপে দেখা হয়, তাহলে দেখা যাবে তিনি পরোক্ষভাবে এই বৃত্তি একশ্রেণীর মানুষকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করেছেন। কারণ *মৃচ্ছকটিক* প্রকরণে শিক্ষিত বৃত্তিহীন যুবক শর্বিলক চুরিকৃত অর্থ দিয়ে নিজের প্রিয় মানুষকে গণিকালয়ের অন্ধকার থেকে আলোক মার্গে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ তাঁর ধর্মীয়প্রভাব। সুপ্রাচীনকাল থেকে স্বর্গীয় দেবসেনাপতিরূপে তিনি পূজিত হয়ে আসছেন, সেই ধারা আজও অব্যহত বঙ্গীয় ও তামিলসংস্কৃতে। বঙ্গীয়সংস্কৃতিতে বলিষ্ঠসন্তানের দাতারূপে কার্ত্তিকেয়ের পূজা করা হয়। এই পূজা নবদম্পতি স্বেচ্ছায় করতে পারেন অথবা বর্তমানে নবদম্পতীর গৃহে প্রতিবেশীদের দ্বারা কার্ত্তিয়ের মূর্তি দেওয়া হয়, তারপর সাড়ম্বরে পূজা করা হয়। এছাড়া বঙ্গপ্রদেশে কোন দ্রব্য

হারিয়ে গেলে হারাকার্ত্তিকের পূজা করা হয়ে থাকে। তামিলসংস্কৃতিতে বিশেষ সাড়ম্বরে কার্ত্তিকেয়ের পূজা করা হয়। তামিল ও মালয়ালম ভাষায় কার্ত্তিকেয় মুরুগান, কন্নর ও তেলেগুভাষায় তিনি সুব্রাহ্মণ্য নামে পরিচিত। দক্ষিণভারতে বহু কার্ত্তিকেয়ের মন্দির রয়েছে, সেখানে ধন, আরোগ্য, আয়ুষ্য কামনায় ভক্তরা পূজা করে থাকেন। শ্রীলঙ্কার দক্ষিণাংশে কথারাগম নামক স্থানে, মালেশিয়াতে কার্ত্তিকেয়ের মন্দির বর্তমান রয়েছে। সুতরাং জগতের সার্বিককল্যাণে কুমার কার্ত্তিকেয়ের ভূমিকা অপরিসীম তা বলার অবকাশ রাখেনা।

কুমার কার্ত্তিকেয়ের জীবন সংগ্রাম আধুনিক সমাজের অনুকরণীয়। বৈদিকসাহিত্য, *রামায়ণ, মহাভারত,* পৌরাণিকসাহিত্য, *কুমারসম্ভব* প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে তাঁর জন্মবিষয়ে যেসকল তথ্য পাওয়া যায়, তা থেকে বলা যায়, তা হল - শিবের রেত অগ্নি গ্রহণ করেন, তিনি তা সহ্য করতে না পেরে গঙ্গায় নিক্ষেপ করেন অনন্তর গঙ্গায় কৃত্তিকাগণ স্নান নিমিত্ত আগমন করলে সেই রেতের সংস্পর্শে তাঁরা গর্ভধারণ করেন এবং শরবনে সেই গর্ভ ত্যাগ করেন এবং তা থেকে কুমারের জন্ম হয়। অর্থাৎ কুমারের জন্ম স্বাভাবিকভাবে হয়নি বহু ক্লেশ সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে। তারপরেও তিনি তারকাসুরকে বধ করে দেতাদের স্বর্গরাজ্যে প্রতিষ্ঠা করেন। তামিলসংস্কৃতি থেকে জানা যায় যে, দেবতারূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া জন্যও তাঁকে নানা সংঘর্ষ করতে হয়। কিংবদন্তী অনুযায়ী তিনি পিতা-মাতার উপর অভিমান করে দক্ষিণভারতে একটি পর্বতে বসবাস শুরু করেন। সেখানে প্রথমে তিনি নিম্নজাতির মনুষ্যদের দ্বারা পূজিত হন এবং ধীরে ধীরে তাঁর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেলে উচ্চশ্রেণীর মানুষের পূজা লাভ করেন। কিংবদন্তী অনুসারে কুমার বিবাহ নিমিত্ত প্রস্থান করলে দেবী পার্বতী সুস্বাদু বহু ব্যঞ্জন রন্ধন করে ভোজন করতে শুরু করেন। কুমার কোন কারণবশত ফিরে এসে সেই দৃশ্য দেখে মাকে এতকিছু ভোজনের পশ্চাতে কারণ জানতে চান, তখন দেবী জানান যে, নতুন বৌমা এসে তাঁকে যদি ঠিকমত খেতে না দেন তাই তিনি খাচ্ছেন। তখন কুমার তাঁর কথা শ্রবণ করে ব্যাথিত চিত্তে ব্রহ্মচারীব্রত গ্রহণ করেন। এখান থেকে তাঁর মাতৃভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি একজন অত্যন্ত সাহসী বীর যোদ্ধা ছিলেন এবং বাল্যবয়সেই তিনি মহাশক্তিমান তারকাসুরকে বধ

করেন। এছাড়া যেটি না উল্লেখ করলে অসম্পূর্ণ থেকে যায় সেটি হল বঙ্গীয় ও তামিল সংস্কৃতির প্রধান অঙ্গ এই কুমার কার্ত্তিকেয়ের উৎসব। এই উৎসবে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলশ্রেণীর মানুষ উৎসবে মেতে ওঠেন। গৃহে আত্মীয়দের সমাগম ঘটে। একটি মিলনক্ষেত্র প্রস্তুত যেখানে নানা প্রকারের ভোজন সামগ্রী, নানা বস্তু ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। এর দ্বারা সমাজে তাঁর অর্থনীতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কুমার কার্ত্তিকেয় সংস্কৃত সাহিত্য ও ভারতীয় লোকসংস্কৃতির অঙ্গরূপে সাহিত্য এবং সমাজে তথা মানুষের আধ্যাত্মিকতায় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে।

❖ **উপসংহার :**

সুতরাং অন্তিমে বলা যায়, আধ্যাত্মিকতার দেশ এই ভারতভূমিতে অন্যান্য দেবতাদের ন্যায় কুমার কার্ত্তিকেয় ভারতবাসীর জীবনের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত হয়ে রয়েছেন। বিভিন্ন নামের মধ্য দিয়ে তাঁর লীলার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। কুমারের জন্ম মূলত তারকাসুরকে বধ করার জন্য, তিনি সেই কার্য সম্পন্ন করে স্বর্গ থেকে মর্ত্যের মানুষদের দুঃখমোচনের ধরাধামে আগমন করেন। স্বর্গীয় সেনাপতিরূপে তিনি তারকাসুরকে হত্যা করে দেতাদের স্বর্গরাজ্যে যেমন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে তাঁর মহিমা প্রকাশ করেছিলেন, ঠিক তেমনি মর্ত্যলোকেও তাঁর প্রভাব গৃহে গৃহে দৃষ্ট হয়। পৌরাণিক গ্রন্থানুসারে যে ব্যক্তি স্কন্দচরিত পাঠ করেন, পাঠ করান, যিনি শ্রবণ করেন, তিনি কীর্তিমান, দীর্ঘায়ু, সুভগ, শ্রীমান, শুভদর্শন, তাঁর ভূতের ভয় থাকেনা, সর্বদুঃখ বিবর্জিত হয়ে সর্বপাপ হতে মুক্তি লাভ করেন। গৃহে তাঁর স্তোত্র পাঠ করলে অপুত্রক পুত্রবান হন, নির্ধন ধনলাভ করেন, রোগাক্রান্ত বালকগণ আরোগ্য লাভ করে থাকেন।

❖ **গ্রন্থপঞ্জি :**

সহায়ক সংস্কৃত গ্রন্থসমূহ :

অমরসিংহ। *নামলিঙ্গানুশাসন*। সম্পা. গুরুনাথ বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য। কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪০৮ (বঙ্গাব্দ)।

উপনিষদ্ সমগ্র। সম্পা. জগদীশ শাস্ত্রী। দিল্লী : মোতিলাল বনারসীদাস, ২০১৭ (সপ্তম পুনর্মুদ্রণ)।

ঋগ্বেদ-সংহিতা। সম্পা. রমেশ চন্দ্র দত্ত, অনু. নিমাই চন্দ্র পাল। কলকাতা : সদেশ, ২০০৭।

কালিদাস। *কুমারসম্ভব*। বাসুদেব শর্মা কর্তৃক সংশোধিত, মল্লিনাথ কৃত সঞ্জীবিনী টীকা সহ। মুম্বাই : নির্ণয় সাগর প্রেস্, ১৯৩৫।

—। *বিক্রমোর্বশীয়*। সম্পা. সুরেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী। মুম্বাই : নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৯৪২ (প্রথম সংস্করণ)।

—। *মেঘদূত*। সম্পা. বাসুদেব শর্মা কর্তৃক সংশোধিত, মল্লিনাথ কৃত সঞ্জীবিনী টীকা সহ। মুম্বাই : নির্ণয় সাগর প্রেস্, ১৯২২ (একাদশ সংস্করণ)।

কামন্দকীয়নীতিসার। সম্পা. ক্ষেমরাজ কৃষ্ণদাস। বোম্বাই (মুম্বাই) : শ্রীবেঙ্কটেশ্বর যন্ত্রালয়, ১৯৬১(প্রথম সংস্করণ)।

কালিকাপুরাণ। সম্পা. ও অনু. পঞ্চানন তর্করত্ন, শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ কর্তৃক পরিদৃষ্ট। কলকাতা : নবভারত পাবলিশার্স, ১২৮১ বঙ্গাব্দ(প্রথম সংস্করণ)।

গঙ্গাদাস। *ছন্দোমঞ্জরী*। সম্পা. গুরুনাথ বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য। কলিকাতা(কলকাতা) : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৪(দ্বাদশ পরিমার্জিত সংস্করণ)।

গণেশপুরাণ। সম্পা. মহেশচন্দ্র যোশী। বারাণসী : চৌখাম্বা প্রেস্, ২০১৪(প্রথম সংস্করণ)।

ছান্দোগ্যোপনিষদ। সম্পা. গঙ্গানাথ ঝা। পুনা : ওরিয়েন্টাল বুক এজেন্সি, ১৯৪২।

জৈমিনি। *পূর্বমীমাংশা*। সম্পা. গঙ্গানাথ ঝা। এলাহাবাদ : ইন্ডিয়ান প্রেস্, ১৯১৬।

টী. চন্দ্রশেখরন্। *স্তোত্রার্ণব*। মাদ্রাজ : রাজ্য প্রকাশন্, ১৯৬১।

তৈত্তিরীয়ারণ্যকম্। সম্পা. রাজেন্দ্র লাল মিত্র। কলিকাতা(কলকাতা) : বাপটিষ্ট মিশন প্রেস্, ১৮১৭।

দ্বিবেদী, রেবাপ্রসাদ। *কুমারবিজয়*। হিন্দি অনু. সদাশিবকুমার দ্বিবেদী। বারাণসী : কালিদাসসংস্থান, ২০০৭ (দ্বিতীয় সংস্করণ)।

পদ্মপুরাণ (সষ্টিখণ্ড)। বারাণসী : চৌখাম্বা প্রেস্, ২০০৭(পুনর্মুদ্রণ) চৌখাম্বা সংস্কৃতসিরিজ ১২৪।

বৈয়াসিক *মহাভারত*। সম্পা. ও অনু. হরিদাস সিদ্ধান্ত বাগীশ, স্বকীয় *ভারতকৌমুদী* ও নীলকণ্ঠের *ভারতভাবদীপ* টীকা সহ। কলকাতা : বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ১৪০০ বঙ্গাব্দ (দ্বিতীয় সংস্করণ)।

বরাহপুরাণ। সম্পা. ও অনু. পঞ্চানন তর্করত্ন, শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ কর্তৃক পরিদৃষ্ট। কলকাতা : নবভারত পাবলিশার্স, ১২৯৬ বঙ্গাব্দ(প্রথম সংস্করণ)।

বিষ্ণুপুরাণ (প্রথমাংশ)। সম্পা. শ্রীবরদা প্রসাদ বসাক ও অনু. বিষ্ণ্বর্থ-বৈদ্যনাথ। কলকাতা : কাব্যপ্রকাশ যন্ত্র, ১২৭৬(বঙ্গাব্দ)।

বায়ুপুরাণ। সম্পা. ও অনু. পঞ্চানন তর্করত্ন। কলকাতা : নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ(প্রথম সংস্করণ)।

বাল্মীকি। *রামায়ণ* (আদিকাণ্ড)। অনু. সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর। কলকাতা : বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ১৪২১ বঙ্গাব্দ(দ্বিতীয় সংস্করণ)।

ভরত। *নাট্যশাস্ত্র*। সম্পা. রবিশংকর নাগর, কে. এল যোশী। দিল্লী : পরিমল পাবলিকেশান, ২০১২ (পুনর্মূদ্রণ)।

ভবভূতি। *উত্তররামচরিত*। সম্পা. টি. আর. রত্নম. আইয়ার ও কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গ। বোম্বাই (মুম্বাই) : নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৯০৩ (দ্বিতীয় সংস্করণ)।

—। *মহাবীরচরিত*। সম্পা. টি. আর. রত্নম. আইয়ার। বোম্বাই (মুম্বাই) : নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৯২৬ (প্রথম সংস্করণ)।

মনুসংহিতা। *সম্পা.* পঞ্চানন তর্করত্ন। কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৯৩ (দ্বিতীয় সংস্করণ)।

মৈত্রায়ণী সংহিতা। সম্পা. বেদকুমারী বিদ্যালংকার। আগরা : বাংকে বিহারী প্রকাশন, ১৯৮৬ (প্রথম সংস্করণ)।

মৎসপুরাণ। সম্পা. ও অনু. পঞ্চানন তর্করত্ন। কলকাতা : বঙ্গবাসী-ইললেকট্রোমেসিনযন্ত্র, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ(প্রথম সংস্করণ)।

যাস্ক। *নিরুক্ত*। সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর। কলকাতা : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস্, ২০০৩ (পুনর্মুদ্রণ).

শিবপুরাণ। সম্পা. ও অনু. পঞ্চানন তর্করত্ন, শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ কর্তৃক পরিদৃষ্ট। কলকাতা : নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৯২ বঙ্গাব্দ(প্রথম সংস্করণ)।

শূদ্রক। *মৃচ্ছকটিক*। সম্পা. অবিনাশচন্দ্র দে ও শুভেন্দু কুমার সিদ্ধান্ত। কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪১৩ বঙ্গাব্দ (দ্বিতীয় সংস্করণ)।

সুবন্ধু। *বাসবদত্তা*। বিদ্যভবন সংস্কৃত গ্রন্থমালা, টীকাকার শঙ্করদেব শাস্ত্রী। বেনারস : চৌখাম্বা বিদ্যাভবন, ১৯৫৪ (প্রথম সংস্করণ)।

সংস্কৃতসাহিত্যগাথা। সম্পা. পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। কলকাতা : মুদ্রণ ভারতী, ২০১৬ (প্রথম সংস্করণ)।

সাংখ্যকারিকা। সম্পা. রামশঙ্কর ত্রিপাঠী। বারাণসী : কেশবমুদ্রণালয়, ১৯৭০।

সোমদেবভট্ট। *কথাসরিৎসাগর*। *সম্পা.* দুর্গাপ্রসাদ ও কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গ পাবাব। বোম্বাই (মুম্বাই) : নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৮৬৭ (প্রথম সংস্করণ)।

স্কন্দপুরাণ। সম্পা. ও অনু. পঞ্চানন তর্করত্ন। কলকাতা : নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ (প্রথম সংস্করণ)।

সহায়ক বাংলা গ্রন্থসমূহ :

কুণ্ডু, পুরীপ্রিয়া। *চৌর্যসমীক্ষা*। কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪২১ (বঙ্গাব্দ)।

দে, দিলীপকুমার। *কোচবিহারের লোকসংস্কৃতি*। কলকাতা : অণিমা প্রকাশনী, ২০০৭।

বসাক, শীলা। *বাংলার ব্রত পার্বণ*। কলকাতা : আনন্দ পাবলিসার্স, ১৯৯৮ (প্রথম সংস্করণ)।

বসু, গিরিশচন্দ্র। *পুরাণপ্রবেশ*। কলকাতা : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ (প্রথম সংস্করণ)।

ভট্টাচার্য, হংসনারায়ণ। *হিন্দুদের দেবদেবী উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ (দ্বিতীয় পর্ব)*। কলকাতা : ফার্মা কে. এল. এম. প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৫ (পুনর্মুদ্রণ)।

ভাদুড়ী, অগ্নিবর্ণ। *কার্ত্তিক : পুরাণ ও বাঙালী লোকবিশ্বাসে*। কলকাতা : বর্ণনা প্রকাশনী, ২০১৭।

মণ্ডল, বলরাম। *পুরাণের ইতিবৃত্ত*। কলকাতা : সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০৭ (প্রথম সংস্করণ)।

সেনগুপ্ত, পল্লব। *লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ*। কলকাতা : পুস্তক বিপনি, ১৯৫৯ (প্রথম প্রকাশ)।

সহায়ক বাংলা পত্রিকা :

নাথ, প্রিয়ব্রত। "লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্য : সংজ্ঞা ও স্বরূপঃ তত্ব ও পদ্ধতি". Pratidhwani the Echo (A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science). Vol. 7, Issue. 2, 2014.

সহায়ক ইংরাজী গ্রন্থসমূহ :

Agrawala, Prithvi Kumar. *Skanda-Kârttikeya (A Study in the Origin and Develpoment).* Banaras : Banaras Hindu University, 1967.

Clothey, Fred. with the poem prayers to Lord Murukan by A.K. Ramanujan. *Many faces of Murukan : The History and Meaning of a South Indian God.* New Delhi : Munshiram Monoharlal Publishers Pvt. Ltd, 1978. (1st ed.)

Chatterjee, Asim Kumar. *The Cult of Skanda-Karttikeya in Ancient India.* Calcutta (Kolkata): Punthi Pustak, 1970.

De, S.K. *History of Sanskrit Literature : Prose, Poetry and Drama.* Calcutta (Kolkata): University of Calcutta, 1947.

Hazra, R.C. *Studies in the Purāṇic Records on Hindu Rites and customs*. Dacca : The University of Dacca, 1940.

Hari, D.K. & D.K. Hema Hari. *Understanding of Skanda.* (pdf book link - www. Bharathgyan.com).

Kane, P.V. *History of Sanskrit Poetics*. Delhi : Motilal Banarsidass, 2002 (4th Ed. Rpt.).

Muthuswamy Sastrigal, T. K. *Kārthikeya Kathārnavam* (Text in Sanskrit with Commentary in Tamil). New Delhi : 1982 (1st ed.).

Narayanan, Usha. *Kārtikeya and his battle with the soul stealer.* Haryana : Penguin random house india, 2018.

Nagar, Shantilal. *Skanda-Kārttikeya The Son of Śiva and The Chief Warrior of Gods.* Delhi : B.R. Publishing Corporation, 2018.

N. Vanamamalai, "Skanda-Murugan Synthesis: A Social Anthropological View", in South Indian Studies, Part II. Ed. R. Nagaswamy. Madras, 1979.

Pargiter, F. E. *Ancient Indian Historical Tradition.* London : Oxford University press, 1922.

Rana, S. S. *A Study of Skanda Cult.* Delhi : Nag publishers, 1995.

Rangarajan, Haripriya. *Images of Skanda-Kārttikeya-Murugan : An iconographic Study.* Delhi : Sharada Publishing House, 2010.

Zvelebil, Kamil V. *Tamil Traditions on Subrahmaya-Murugan.* Madras : Institute of Asian Studies, 1991.

Shekar, Shraddha Anu. *Muruga The god of war* . Chennai : Notion press, 2018.

Srivastava, Prashant. *Aspects of Ancient Indian Numismatics.* Delhi : Agam Kala Prakashan, 1996 (1st ed.).

Viswanathan, R. *Lord Murugan Kārthikeya Katha*. Delhi : Trinity, 2015.

ইংরাজী পত্রিকা -

Haripriya, Rangarajan. "Fusion of the Cult of War God Skanda with Tribal God Mugan in Tamil Country." Jñāna-Pravāha. Vol - XV.

Webliography :

Kartikeya Mahima (Kandar Alangaram) Hindi Dubbed movie link -

https://youtu.be/LTAjFPda4bk?si=P1GnZfJxr8aMqA-k

Bhagwan Kartik Hindi movie link -

https://youtu.be/yNvA_SvQPhA?si=mWDEHKq9D9-XqS43

108 Names of Murugan link -

https://youtu.be/4oBnkRPTGnA?si=AJNfhnYC9S8C5Ndn

Basberia kartikpuja link -

https://youtu.be/SxAozZhnLWM?si=y-fg_dJyfPAZoADT

Kartikeya Gayatri mantra -

https://youtu.be/MOiDWNv_p4M?si=3lEu07FXDB3gam2J

Beldangar kartik ladai -

https://youtu.be/UlGz-iDlZsc?si=aZyiz6LU9C5ATuDL

Katwyr kartik ladai link -

https://youtu.be/Jlt9WmeDMs4?si=cC9YYBQqd-r6E91u